

টান্দ্ৰে চেয়ে সুন্দৰ তিনি

মোরশেদা কাইয়ুমী

নাম : _____
প্রতিষ্ঠান : _____
শ্রেণি : _____
শাখা : _____ রোল : _____

নায়রানা

“মুসলিম উম্মাহর সেই ছোট্ট ফুলেরা, যাদের হৃদয়ে
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শুভ্র
ও সতেজ ভালোবাসার একমুঠো সুবাস ছড়িয়ে দিতে
চাই, যেন সেই পরম মমতা ও অনুপ্রেরণার আলো
তাদের গোটা জীবনকে আলোকিত করে।”



রাত নিঝুম।

মৃদু আলো আর অন্ধকার। প্রকৃতি রূপ পালটাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে।
রাতের সৌন্দর্যকে আরও মোহনীয় করে তুলেছে গোলগাল চাঁদ।
ঘুমিয়ে পড়া জঙ্গল থেকে বাতাসে ভেসে আসছে ঝাঁঝিপোকাকার সুর।
দূর আকাশের বুকে জোনাকির মতো জ্বলজ্বল করছে তারাগুলো।
পরিবেশ শান্ত, স্নিগ্ধ, মায়াময়। তা-ই দেখে অদ্ভুত এক অনুভূতি জন্মাল
ফাহিমদার মনে।

পাশে বসে থাকা ছোট্ট মেয়ে ফারহানার গা অবশ্য ভয়ে ছমছম
করছে। তবুও সে মাকে কিছু বলল না। মায়ের মতো সেও আকাশের
দিকে তাকিয়ে আছে। অবাক হয়ে দেখছে, আকাশে তুলার মতো
মেঘেদের দল কিভাবে চাঁদকে বারবার ঢেকে দিচ্ছে।

বিদ্যুৎ নেই সেই কখন থেকে! কাল তো শুক্রবার। স্কুল বন্ধ। তাই
পড়াশোনার চাপও নেই তেমন। বৈশাখ মাস চলছে। প্রচণ্ড গরম আর
কাঠফাটা রোদে সবাই অতিষ্ঠ। তাই বাইরের বারান্দায় শীতলপাটি
বিছিয়ে ফাহিমদা তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখানে বসেছেন।

“কই রে আমার বাবারা! এসো এসো! দ্রুত মায়ের কোলে এসো।
ওই যে দেখো। আকাশে কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে! দেখে যাও, কত বড়
চাঁদ! বাবা উমর! কত সুন্দর না, বলো?”

“কী সুন্দর! আম্মু, আমাকে ওইটা এনে দাও

চাঁদের চেয়ে সুন্দর তিনি

না!” ছোট্ট উমর চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে।

“বোকা ছেলে! চাঁদ কিভাবে ধরবে শুনি? চাঁদ তো ওই আকাশে, কত দূরে! আমরা কি আকাশে যেতে পারি, বলো?”

“তাহলে চাঁদ দিয়ে কী করে, মা?”

“চাঁদ দেখে অনেক কিছু করে, বাবা। আমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখি। চাঁদ দেখে ঈদের আনন্দ করি। তোমার মনে আছে, গত ঈদের চাঁদের কথা?”

উমর একটু ভাবে। মনে পড়তেই সে লাফিয়ে উঠে, “হ্যাঁ হ্যাঁ! মনে পড়েছে মা! কত চিকন একটা চাঁদ ছিল। তার পরের দিন ঈদ হয়েছিল।”

ফাহমিদা হেসে বলেন, “আল্লাহ তাআলা এভাবেই আমাদের জন্য পৃথিবীর সব সুন্দর জিনিস বানিয়েছেন। আমরা তাই মহান আল্লাহর শোকর আদায় করব। আল্লাহকে ধন্যবাদ দেবো। বলো বাবা—‘হে আল্লাহ, আপনি কত সুন্দর চাঁদ দিয়েছেন আমাদের জন্য। কত সুন্দর আলো! আপনার অনেক অনেক শুকরিয়া। আলহামদুলিল্লাহ।”

“আলহামদুলিল্লাহ। ও আল্লাহ! আপনার অনেক অনেক শুকরিয়া।”

“আচ্ছা, চাঁদ দেখতে কেমন লাগে তোমাদের? সুন্দর? নাকি পচা?”

“খুউব সুন্দর মা। এত মিষ্টি চাঁদ!” উমর ও ফারহানা একসাথে বলে ওঠে।

“হুম! তোমরা কি জানো, ওই চাঁদের চেয়েও সুন্দর একজন মানুষকে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য পাঠিয়েছিলেন?”

“আমাদের জন্য? কখন পাঠিয়েছিলেন আম্মু?” উমর-ফারহানা অবাক হয়ে যায়।

“সে অনেক দিন আগের কথা সোনাগিরা। আমাদের এই বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে এক জায়গা আছে। সেই রাজ্যের নাম ছিল আরব। সেই সময়ে আরব রাজ্যের সবচেয়ে বড় আর পরিচিত শহরের নাম ছিল মক্কা। আল্লাহ তাআলা পবিত্র মক্কা নগরীতে পাঠিয়েছিলেন সেই

চাঁদের চেয়ে সুন্দর তিনি

মানুষটিকে। তোমরা কি জানতে চাও, তিনি কে ছিলেন?”

“তুমি কি আমাদের নবিজির কথা বলছো, আম্মু?” ফারহানা মায়ের পাশে এগিয়ে আসে। তারপর দুই বছর বয়সি ছোট ভাই উসমানকে কোলে নিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে। সবাই মিলে গল্প শুরু করায় এরই মধ্যে ফারহানার ভয় অনেকটাই কেটে গেছে।

“হ্যাঁ, আমি আমাদের প্রিয় নবিজি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা বলছি।”

“আচ্ছা, তিনি দেখতে কেমন ছিলেন আম্মু? তিনি কি ওই চাঁদের মতোই চকচকে সাদা?” উমর চাঁদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে ওঠে।

ছোট উসমানের গল্পের দিকে কোনো খেয়াল নেই। সে একটা খেলনা নিয়ে ব্যস্ত। ফারহানার কোল থেকে নেমে নিজমনে একা একা খেলছে সে। ফাহিমদা উসমানকে টেনে কোলে নিয়ে বললেন, “পাগল ছেলে আমার। চাঁদ আর কতটুকু সুন্দর। তার চেয়েও হাজারগুণ সুন্দর ছিলেন তিনি। তাঁর ব্যাপারে প্রশংসায় যা-ই বলি না কেন, সেটাই কম বলা হবে। শুনবে সে গল্প?”

উমর আর ফারহানা গল্পের কথা শুনেই খুশিতে হাততালি দিয়ে ওঠে। গল্পের ব্যাপারে তারা সবসময় এক পায়ে খাড়া। আর আজ তো যেমন তেমন কারও গল্প না। তাদের প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নিয়ে গল্প! এক সেকেন্ডও দেরি না করে তারা রাজি হয়ে গেল। ফাহিমদা করিমও দুই ভাইবোনের আগ্রহ দেখে খুশি হলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, “সাহাবি জাবির ইবনু সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু একরাতে মরুভূমিতে বসে ছিলেন। আকাশে তখন গোলাকার চাঁদ জ্বলজ্বল করছিল। আজকের জ্যোৎস্না তোমাদের কাছে যেমন সুন্দর লাগছে, তখনো হয়তো জাবিরের কাছে এমনই সুন্দর

চাঁদের চেয়ে সুন্দর তিনি

লাগছিল।”

“জ্যোৎস্না মানে কী, আন্সু?” ছোট্ট উমর মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলে। শব্দটা বেশ কঠিন লাগছে তার কাছে।

“চাঁদের অপরূপ সুন্দর আলোকে জ্যোৎস্না বলে, বাবা। তারপর শোনো, সেই মানুষটার সামনে তখন কে ছিলেন, তোমরা কি কেউ বলতে পারবে?”

“কে ছিলেন? উনার আন্সু? জাবিরও কি আমাদের উসমানের মতো আন্সুর কোলে বসে ছিলেন?”

উমরের বাচ্চামিভরা কথা শুনে ফাহিমদা হেসে ফেললেন। বললেন, “না, বাবা। জাবির ছিলেন বড় মানুষ। তিনি আন্সুর কোলে ছিলেন না। তার সামনে ছিলেন আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি এক বার চাঁদের দিকে তাকাচ্ছিলেন, আবার নবিজির দিকে। তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তো চাঁদের চেয়েও বেশি সুন্দর লাগছে! [১]

আচ্ছা, তোমরা কি জানো, নবিজি কে?”

“জানি তো। আমরা মানুষেরা যখন অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছিলাম, আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলাম, তখন আল্লাহ একজন মহামানবকে পাঠিয়ে তাঁর মাধ্যমে আমাদেরকে সঠিক পথে আসতে বলেছেন। আর সেই মানুষটাই আমাদের প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তা-ই না মা?” ফারহানা বলে।

“হ্যাঁ, তিনিই আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যার সৌন্দর্যের কাছে চাঁদও হার মেনে যায়।” ফাহিমদা ফারহানাকে আদর করে দিয়ে বলেন।

“মাশাআল্লাহ, কী সুন্দর পূর্ণিমার চাঁদ! এই সৌন্দর্যের ভাগ কিছু কি আমিও দেখতে পাব, নাকি সব আমার দাদুভাইরাই নিয়ে নেবে?” উমরের দাদু ইমতিয়াজ চৌধুরী ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বললেন।

চাঁদটা এরই মধ্যে আলো-আঁধারি খেলা শেষ করে পুরোপুরি মেঘের

[১] তিরমিযি, হাদীস : ২৮১১; মুস্তাদরাকে হাকিম, হাদীস : ৭৫৮৭

চাঁদের চেয়ে সুন্দর তিনি

আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে। চারদিক যেন আলোয় ভেসে যাচ্ছে।

“কী যে বলো না দাদু! জলদি এসে আমাদের সাথে বসো। দাদু! আম্মু বলেছে, এই চাঁদের চেয়েও নাকি আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সুন্দর ছিলেন। সুবহানাল্লাহ।” উমর লাফিয়ে দাদুর কোলে বসতে বসতে বলে ওঠে।

“হ্যাঁ, আমি জানি দাদুভাই। অনেক সুন্দর ছিলেন আমাদের প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুবহানাল্লাহ।”

“আরও বিস্তারিত বলবে প্লিজ।” ফারহানা অনুরোধের সুরে ইমতিয়াজ চৌধুরীকে বলে।

“এই তো একটু আগেই তোমরা মায়ের কাছে শুনলে, তিনি চাঁদের চেয়ে সুন্দর ছিলেন।” ইমতিয়াজ চৌধুরী মুচকি হেসে বলেন।

“না দাদুভাই, আমরা আরও বেশি জানতে চাই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে কেমন ছিলেন, তাঁর গায়ের রং কেমন ছিল, তাঁর হাত, পা, চোখ, নাক, মুখ ইত্যাদি কেমন ছিল—সব জানতে চাই। বলো না দাদু, আমার প্রিয় নবি দেখতে কেমন ছিলেন?” উমরের অস্থিরতার পারদ যেন বেড়ে আকাশে উঠে যায়। বরাবরের মতোই সে সব গল্পে এমন অস্থির থাকে। সে চায় দাদু সব এক নিশ্বাসে বলে যাক, আর সে মুহূর্তেই সব শুনে ফেলুক।

দাদু উমরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। আদর পেয়ে উমর আরও জড়োসড়ো হয়ে দাদুর কোল ঘেষে এসে বসে। দাদু কিছু বলার আগেই ফারহানা চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, “ইশ! আমরা কেন তাঁকে দেখলাম না? কেন সেই যুগে আমাদের জন্ম হলো না, দাদু?” কণ্ঠে আফসোসের সুর।

“দেখবে, ইনশাআল্লাহ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে চাইলে দরুদ পড়তে হবে বেশি বেশি। স্বপ্নেও তাঁর দেখা পেতে পারো।”

“ইনশাআল্লাহ, আমি আজ থেকে অনেক বেশি পরিমাণে দরুদ পড়ার চেষ্টা করব, দাদু। প্রতি ওয়াক্ত নামাজ শেষ করার পর কমপক্ষে

একশ বার করে হলেও পড়ব।”

“ইনশাআল্লাহ। তুমি একা কেন পড়বে আপু? দেখে নিয়ো, আমি তোমার চেয়েও অনেক বেশি পড়ব।” উমর বলে ওঠে।

“দাদুভাইরা আমার, কেবল নামাজের ওয়াক্তে না, রাতে ঘুমানোর আগেও কিন্তু তোমরা দরুদ পড়তে পারো।”

“আচ্ছা বাবা, আপনাদের দাদা-নাতিদের আড্ডা যেহেতু জমে উঠেছে, তাহলে আমি বরং উঠি; আমার আপাতত না থাকলেও চলছে এখানে। আপনি ওদের গল্প শোনান। আমি যাই, রাতের রান্না বাকি এখনো।”

উসমান এক হাতে খেলনা নিয়ে মায়ের কোলে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ফাহমিদা ঘুমন্ত ছেলেকে নিয়ে সেখান থেকে উঠে যান। খেলতে খেলতে কখন যে উসমান ঘুমিয়ে গেছে, কেউ খেয়াল করেনি।

“আচ্ছা যাও, তুমি তোমার হাতের কাজগুলো সেরে নাও। আমি আছি ওদের সাথে। খুব বেশি ঝামেলা না হলে চা দিয়ো এক কাপ। আগে আমার উসমান দাদুভাইকে শুইয়ে দাও।”

ফাহমিদা ঘরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এমন সময় ফারহানা বলে ওঠে, “আচ্ছা দাদু, আম্মু যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে উজ্জ্বল বলল, এর কারণ কী? তিনি কি অনেক ফর্সা ছিলেন? আরেকটু বুঝিয়ে বলো না প্লিজ। আমাদের নবিজি ঠিক কেমন ছিলেন?”

ফারহানা কল্পনায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটা ছবি দাঁড় করাতে চায়। আর সেজন্যই ফারহানাকে আরও বিস্তারিতভাবে সব জানতে হবে। যেন মনের রংতুলিতে নবিজির পবিত্র অবয়ব আঁকা সহজ হয়ে যায়। ফারহানা ছোট। চাইলেও দাদুকে ঠিক গুছিয়ে, বুঝিয়ে বলতে পারে না যে, তার হৃদয়ের গভীরে থাকা অসীম ভালোবাসার স্থানটা প্রিয় মানুষের এমন ভাসা ভাসা বর্ণনায় তৃপ্ত হচ্ছে না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহ মোবারকের সব বর্ণনা সে জানতে চায়।

চাঁদের চেয়ে সুন্দর তিনি

দাদু নাতনির আগ্রহ দেখে তার না-বলা সব কথাই বুঝতে পারলেন। মুচকি হেসে ওকে কাছে টেনে আদর করে দিয়ে বললেন, “বুঝেছি, তুমি আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহ মোবারকের ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানতে চাও। তা-ই না, দাদুভাই?”

শোনো দিদা, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু একদম চুনের মতো সাদাও ছিলেন না, আবার সাধারণ গমের রঙের মতোও তাঁর গায়ের রং ছিল না। তিনি ছিলেন লাবণ্যময়। রক্তিম আভাযুক্ত গমের মতো। আমরা মাঝে মাঝে যে রূপোলি চাঁদ দেখি, ওরকম।”

“সুবহানাল্লাহ! না-জানি কত সুন্দর ছিলেন আমাদের নবিজি!” ফারহানার কণ্ঠে বিস্ময় ফুটে ওঠে।

“বিখ্যাত সাহাবি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে চেনো, উমর?”

“হ্যাঁ, দাদু। উনাকে নবিজি ‘বিড়ালের বাবা’ বলে ডাকতেন। তুমি একবার বলেছিলে, আমার মনে আছে।”

“হ্যাঁ, সেই আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কী বলেছেন জানো? তিনি বলেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ফর্সা ও উজ্জ্বল ছিলেন, যেন তাঁর পবিত্র দেহ রূপার আবরণে মোড়ানো ছিল।”^[২]

“কী বলছো দাদু! তার মানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপার মতো দেখতে ছিলেন?”

“তিনি দেখতে অনেকটা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর মতো ছিলেন।”^[৩]

“হুম, বুঝতে পেরেছি। তাঁরা দুজনেই তাহলে অনেক সুন্দর ছিলেন। আচ্ছা দাদু, নবিজির চেহারা কি আমাদের মতো এমন গোলাকার ছিল?” ফারহানা প্রশ্ন করে।

“তাঁর মুখমণ্ডল সামান্য গোলাকৃতির হলেও একেবারে গোলাকার

[২] শামায়েলে তিরমিযি, হাদীস : ১২; আল-জামিউস সগীর, হাদীস : ৬৪৫২

[৩] শামায়েলে তিরমিযি, হাদীস : ১৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৬৭

চাঁদের চেয়ে সুন্দর তিনি

ছিল না।”^[৪]

“আচ্ছা দাদু, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি অনেক লম্বা ছিলেন?”

“শোনো ফারহানা দাদুমাণি, আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব বেশি লম্বাও ছিলেন না, আবার একেবারে খাটোও ছিলেন না।”^[৫]

“নবিজি কেমন ছিলেন তবে?” উমর আগ্রহ নিয়ে জানতে চায়।

“তিনি এমনই ছিলেন যে, মাঝারি আকৃতির মধ্যেও সবার দৃষ্টি কাড়ার মতো লম্বা ছিলেন।”

“দৃষ্টি কাড়ার মতো বলতে তুমি কী বোঝাতে চেয়েছ, দাদু?” যেন রাজ্যের কৌতূহল ফুটে ওঠে উমরের চোখে-মুখে।

“নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝারি আকৃতির হলেও অনেক লোকের ভিড়ে তাঁর মাথাটা উঁচু দেখাত।”

“মাঝারি হলে উঁচু কিভাবে দেখাবে দাদু? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।” মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলে উমর। তার চোখে-মুখে বিস্ময় ও কৌতূহলের ভিড় জমছে ক্রমাগত।

“এটা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটা মুজিয়া ছিল।”

“ওহ আচ্ছা। তাঁর হাত-পা কেমন ছিল, দাদু? জলদি বলো না!”

উমরের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে আলতো করে ধরে ইমতিয়াজ চৌধুরী বললেন, “তোমার হাতটা কেমন শুকনো শুকনো না? কিন্তু আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতের তালু ও পায়ের পাতা তুলতুলে নরম ছিল। যেন রেশমের মতো কোমল।”^[৬]

[৪] শামায়েলে তিরমিযি, হাদীস : ৬; সুনানে তিরমিযি, হাদীস : ৩৬৩৮

[৫] শামায়েলে তিরমিযি, হাদীস : ১-২, ৪-৬, ৩৬৭; সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৫৪৮-৪৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৩৪৭

[৬] শামায়েলে তিরমিযি, হাদীস : ৫-৭; সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৯০৮